ISSN 2349 - 7645

পথের আলাপ

বিশেষ সংখ্যা

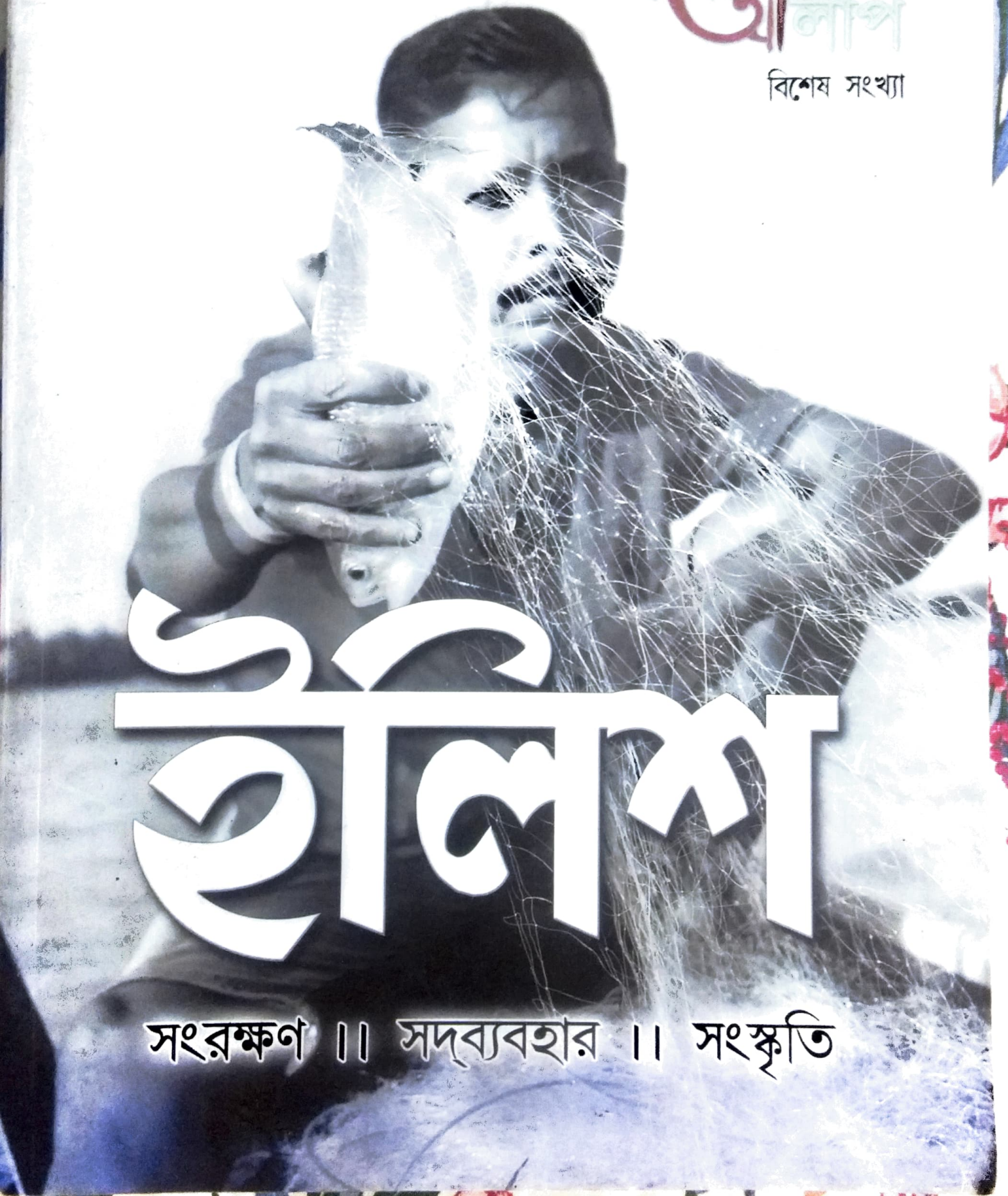

ইলিশ

সংরক্ষণ ।। সদ্‌ব্যবহার ।। সংস্কৃতি

প্রচ্ছদশিল্পী কিরণাংশু শেখর বাগ

বর্ণসংস্থাপক আক্ষরিক, মানকুণ্ডু

মুদ্রণ এসএস প্রিন্ট, ৮, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৯

প্রকাশকাল বইমেলা, ২০১৬

ভিতরের ছবি অর্পা কল্পনা রায়, সুমনা পাঠক দাস,
মোহন চট্টোপাধ্যায় ও ইন্টারনেট

মানচিত্র শুকতারা দাশগুপ্ত

সম্পাদনা সহযোগী সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

আলাপী'রা জয়ন্ত রানা, কিরণাংশু শেখর বাগ,
কণিকা বাগ, সালমা আহমেদ, শ্রেয়সী কুণ্ডু,
শুভদীপ ঘোষ ও চমক মজুমদার

১০৭, সার্ভে ভিউ পার্ক, পো. [illegible], [illegible]
৭১২১২৫

যোগাযোগ
৯৯০৩৫৯৮২৫২/৭০৩১২৭৭০৩৯
patheralap2012@gmail.com
facebook/patheralap2013

দাম ১৫৯.০০

কৃতজ্ঞতা

মৎস্য দপ্তর, প. ব. সরকার

ইলিশ সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
সুলতানপুর, ডায়মণ্ডহারবার

মহিদুল হাসান, বাংলাদেশ মিডিয়া সার্ভিস

মুহাম্মদ শহিদুল হাসান, সম্পাদক, অন্যপুর

ড. নারায়ণ দাস, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক

কল্লোল গোস্বামী, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক

মোহন চট্টোপাধ্যায়, মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক

সুপ্রতীম চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মহা. আখতার হোসেন, প্রফেসর, মৎস্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মহা. আনিসুর রহমান, সিনিয়র সায়েন্টিফিক
অফিসার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র
চাঁদপুর নদীকেন্দ্র

স্বাস্থ্যে ইলিশ

ইলিশের পুষ্টির সাতকাহন ৬৫
মেখলা সেন

ইলশেগুঁড়ি

ইলশেগুঁড়ি এক মহানিঃসঙ্গতা ৬৯
দ্যুতিমান ভট্টাচার্য

পুরাণে ও লোক-সংস্কৃতিতে ইলিশ

ধন্য ইলিশারে ৭৩
গৌরব বিশ্বাস
বাঙালির ইলিশ-বিলাস: আচারে-অনুষ্ঠানে, বিশ্বাসে-সংস্কারে ৮০
বিক্রম দাস
ইলিশের দেবতা, না দেবতাদের ইলিশ ৮৫
সুপ্রতিম কর্মকার

সাহিত্যে ইলিশ

পদ্মানদীর মাঝি— নিয়ন্ত্রক রুপোলি শস্য ৮৯
অর্পিতা গোস্বামী
'গঙ্গা'র ইলিশ: স্বপ্ন দেখা ও তার যৌক্তিক বাস্তবায়নের নান্দনিক
অলোক কুমার চক্রবর্তী
আকর্ষণ: বাংলা ছোটোগল্পে ইলিশ অধ্যায়ের মূল ভিত্তি ৯৪
সনুপ খাঁ
আধুনিক বাংলা কবিতায় ইলিশ: দুধে ভাতে বাঙালির যাপনচিত্রের ১০১
সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

গানে ইলিশ

বাংলা গানে ইলিশের ঘ্রাণ ১০৬
পাখি মা

রাজনীতিতে ইলিশ

মিঠেজলের ইলিশ নোনাজলের রাজনীতি
আবেশ কুমার দাস

রসনায় ইলিশ

বাঙালির পাতে ইলিশ ও ইলিশের বিয়ে ১১৭
সিদ্ধার্থ বসু
সর্ষে ইলিশ, ইলিশ রেজালা ১২০
পাপিয়া ঘটক চক্রবর্তী
কোকম ইলসা ১২১
প্রীতি খাঁ
আম-ইলিশ ১২২
সালমা আহমেদ

কার্টুনে ইলিশ

ব্যঙ্গচিত্রে ইলিশ ১২৩
সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী

খেলায় ইলিশ

মাছের রাজা ইলিশ আর খেলাতে ফুটবল ১৩০
প্রত্যয় মৈত্র

টুকরো ইলিশ

বিখ্যাতরা এবং ইলিশ ১৬, ৭৯, ৮৫, ১০০, ১০৮, ১২২

রম্য

ইস আমাদেরও যদি এমনটি হত ১৩৩
শুভদীপ ঘোষ

বাঙালির ইলিশ-বিলাস: আচারে-অনুষ্ঠানে, বিশ্বাসে-সংস্কা[illegible]

বিক্রম দাস

বাঙালির সাহিত্যে যেমন কানু বিনা গীত নেই, তেমনই বাঙালির হেঁসেলেও মাছ বিনা পাত নেই। কথাতেই তো আছে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। মাছ-ভাত বাঙালির প্রধান আহার্য। আমাদের ছড়াতে তাই দেখি মা শিশুকে মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খাওয়াচ্ছেন ভুলিয়ে-ভালিয়ে—

আয়রে আয় ভালুকে তেঁতুল খায়
শ্যাওড়া গাছে ছয় বুড়ি গড়াগড়ি যায়।
শিল নোড়াতে লাগল কোঁদল
সরিষা মড়-মড় করে
চাল কুমড়া সাক্ষী করে পুঁই কেঁদে মরে।
কেন পুঁই কাঁদো তুমি ধুলায় পড়িয়ে?
আমার খোকন ভাত খাবে
শুধু মাছ ভাজা দিয়ে।[১]

শুধু তা-ই নয়, আমাদের কোনো মাঙ্গলিক কার্যও মাছ ছাড়া সুসম্পন্ন হয় না। হিন্দু শাস্ত্রে সেজন্যই মাছকে অবতার (ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মৎস্য-অবতার স্মরণীয়) ও শুভ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিই, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম হলো 'মৎস্যপুরাণ'। হিন্দুদের পুরাণাদি ছাড়াও তাদের বিভিন্ন প্রাত্যহিক কার্যে, এমনকি মাঙ্গলিক কার্য যেমন বিবাহ, সাধ-ভক্ষণ, শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মাছের উপস্থিতি অপরিহার্য। বাঙালি হিন্দুর শ্রাদ্ধাদি-সংশ্লিষ্ট একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের নামই 'মৎস্য-মুখ'।

বাঙালির রসনা মৎস্যময়— মাছ বাঙালির প্রিয় খাদ্য। কিন্তু সেই মাছ যদি হয় ইলিশ, তাহলে তো বাঙালির চোখ চকচক করে ওঠে। পকেটে রেস্ত থাক বা না থাক, পাতে সর্ষে-ইলিশ বা বেগুন-কালো জিরে দিয়ে ইলিশের পাতলা ঝোল তার চাই-ই চাই— 'জলের উজ্জ্বল শস্যে'-র জন্য বাঙালির রসনা তখন নালে-ঝোলে মাখামাখি।

ইলিশ বাঙালির প্রিয় খাদ্য যেমন, তেমনই ইলিশ বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও পরিচ[illegible]গী। বাজারের অন্য মাছের তুলনায় তার চাহিদা স[illegible]ইই বেশি— রূপে-গুণে এবং অবশ্যই মূল্যেও [illegible] মৎস্যকুলে কুলীন। দিনে দিনে ইলিশ সাধারণ বা[illegible]রে দুর্লভ হয়ে উঠছে। আর এ কথা তো সর্ব[illegible]ত যে, যা দুর্লভ, তার প্রতি আকর্ষণও তত ক্রমবর্ধ[illegible]ব মিলিয়ে রূপে-গুণে-স্বাদে-মূল্যে অতুলনীয় হও[illegible]লিশ নিয়ে বাঙালির রসনা যেন একটু বেশিই লা[illegible]— ইলিশ নিয়ে বাঙালি যেন একটু বেশিই আসক্ত, [illegible]তে যাকে বলে একেবারে obsessed। এই ইলিশ-[illegible] বাঙালির জীবনে— তার সাহিত্যে ইলিশকে মহান[illegible] তুলেছে। ইলিশও আমাদের লৌকিক জীবনে আ[illegible]-সংস্কারে পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে অ[illegible] মহিমায়। ইলিশ নিয়ে 'শিষ্ট' সাহিত্যে যেমন ক[illegible]-লেখক নিজেদের সাহিত্য-রস পরিবেশন করে[illegible] তেমনি লৌকিক সাহিত্যেও প্রবাদে-ছড়ায়-গানে [illegible]য় আছে ইলিশের অনেক প্রসঙ্গ। পাশাপাশি মধ্যয[illegible] বাংলা সাহিত্যে লোকপুরাণ তথা মঙ্গলকাব্যে দু-এ[illegible] জায়গায় ইলিশের উল্লেখ রয়েছে, যেমন— নারায়[illegible] দেবের 'পদ্মাপুরাণ'-এ ইলিশের মাথা দিয়ে সরিষার শাক রাঁধার কথা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অনেক মাছের সাথে ইলিশ মাছেরও উল্লেখ করেছেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এর পৃষ্ঠা থেকে তার কিছুটা অংশ উদ্ধার করে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না—

... নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর ॥
চীতল ভেকুট রুই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উল্কা শৌল শাল ॥
...
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুলা তপসিয়া পাঙ্গাশ ইলিশা ॥[২]

অন্নপূর্ণা দেবীর কাশী নির্মাণ প্রসঙ্গে জীব জগৎ সৃষ্টির সূত্রে ভারতচন্দ্র এই অংশে প্রায় পঞ্চাশ রকমের মাছের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এক সময় বঙ্গোপসাগরের